OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 714 - 717
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 714 - 717
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সন্দেশ পত্রিকা : বিচার, বিশ্লেষণ-সমীক্ষা

দেবশ্রী পণ্ডা
SACT- II, বাংলা বিভাগ
সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
গোয়ালতোড়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১২৮
Email ID : debashripandaroy@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Sandesh, Children, Literature, Magazine, Significant, Delicious, Attributes, Biographies, Mythological Tales.

Abstract
Children have incredibly sensitive minds. The boat of fantasy floats away in their realm. It is the duty of a children's writer to ensure that the soft, happy aspects of a Child's mind are not overshadowed by the slightest hint of harshness or distortion. Writer can impose a burden of challenging ideas on the minds of adults. Children should not be forced to think that way. Therefore, there is less interest in writing children's literature. Sandesh which was edited century ago, is the perfect model of what a children's magazine ought to be. Commercial gain was not their primary concern. Their primary objective was to enhance intelligence of the children. Sandesh is the dawn light in the world of Bengali children's literature. This magazine has tailored its literary content to suit children. The caption of this magazine i.e., Sandesh is quite significant. Sandesh means news and it also implies delicious sweet with a thousand varied form and attributes. What was lacking in Sandesh? There were poems, songs, stories, plays of home and abroad, travelogues, biographies, mythological tales. Here almost all genres of children literature find their soil to bloom. In this article, I have attempted, to briefly discuss this magazine which is unique in its writing style.

Discussion

বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে 'সন্দেশ' ঊষার আলো। শিশু মনের উপযোগী করে এই পত্রিকা তার সাহিত্যের সম্ভার সাজিয়েছে। 'সন্দেশ' নামকরণটি খুব চমৎকার— সন্দেশ মানে খবর, সন্দেশ মানে মিষ্টি, হাজার রকম যার রূপ ও স্বাদ। কি না থাকত সন্দেশে— কবিতা, গান, গল্প, দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা নাটক, ভ্রমণ কাহিনি, পুরাতত্ত্বের সঙ্গে নতুন আবিষ্কার, জীবনী, পৌরাণিক গল্প কিছুই বাদ যেত না। রেখায় লেখায় অনবদ্য সন্দেশ উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনা পর্বেই অর্জন করেছিল অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা। এই রচনাগুলি বিষয়গত মূল্যে কতখানি সার্থক তা আলোচনার দাবী রাখে।

'১৩২০' বঙ্গাব্দের বৈশাখ অর্থাৎ '১৯১৩'-র এপ্রিল মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়, সন্দেশ পত্রিকা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায়। প্রথম সংখ্যা থেকেই সন্দেশের অনন্যতা প্রকাশিত। হঠাৎ যেন বাংলা শিশু সাহিত্যের দৈন্য ঘুচে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 714 - 717
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গিয়ে সে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। যেমন তার পাঠ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈচিত্র্য, তেমনি তার ছবি কাগজ ছাপা মলাট। তারপর প্রায় পঞ্চাশটি বছর কেটে গেছে বাংলাদেশে আর কোনো ছোটোদের পত্রিকা অমন মনোহর রূপ নিয়ে দেখা গেল না।

বিশ্বযুদ্ধের টাল-মাটাল সময়ে অস্থির ভাবে কেটে যায় বছরের পর বছরগুলি। ধেয়ে আসে সঙ্কটের কালো মেঘ। মহামারী, ভূমিকম্প, দেশভাগের চেষ্টা, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে সন্দেশের কবি প্রজাপতিরা নিজেদের সৃষ্টির জগতে নিরন্তর নিয়োজিত ছিলেন। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে যেমন সৃষ্টি করেছেন শব্দ কথার জগৎ। তেমনি রঙের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে তৈরি করেছেন চিত্র জগৎ। সামাজিক গভীর সঙ্কটের বোধকে অবহেলা করে বিচরণ করেছেন কল্পলোকে। শুধুই শিশু মনের দাবী মেটাতে নাকি অন্য কোনো কারণে? —তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

বাংলা শিশু সাহিত্যের জগৎ আজও যেন কিছুটা অবহেলিত। অবহেলিত শিশু সাহিত্যিকেরাও। তাঁদের রচনারীতির শিল্পগুণ, বৈচিত্র্য, বক্তব্য ও শৈলীগত অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ আজও সেভাবে হয়নি। ছেলে ভুলানো ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে দিয়েই শিশু সাহিত্যের সূচনা। বিশ্বজগতের বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে মানব মন অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। তার মধ্যে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিশু ও কিশোর মন। এই শিশু ও কিশোর মনের গহীন অন্তরাল নিয়ে কাজ করার জন্য প্রতিভার দীপ্তি ও পরিব্যাপ্তি খুবই প্রয়োজন।

শিশু সাহিত্য নিয়ে তেমন আলোড়ন দেখা যায়নি। এর কারণ হতে পারে শিশু সাহিত্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে তার সীমাবদ্ধতা। প্রাপ্ত বয়স্কদের বিষয়ের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য দুই-ই কোনো সীমারেখার বাধ্যবাধকতায় স্থান পায় না। কিন্তু শিশু মনের উপযোগী করে নানা বিষয়ের বৈচিত্র্য বজায় রেখে সাহিত্য রচনা খুবই কঠিন ব্যাপার। তথাপি শিশু সাহিত্য নিয়ে আজও কৌতূহলের অভাব।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায়ের সময়কালীন শিশুসাহিত্যিকেরা প্রায় বিস্তৃতির অন্তরালে। তাদের বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তুলে আনা বাংলা সাহিত্য চর্চার এক দায়বদ্ধতা সন্দেশের শিশু সাহিত্যিকেরা প্রত্যেকে আত্ম প্রতিভায় ঐতিহ্যানুরক্ত এক শিল্পী। যাদের ব্যক্তিগত প্রতিভায় ভরে উঠেছিল সাহিত্যের জগৎ।

সন্দেশ যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলায় ভালো শিশু কিশোর পত্রিকা ছিল না বললেই চলে। সেই সময়কার নামী পত্রিকা ‘সখা’, ‘সখা ও সাথী’ (১৮৯৪), ‘অঞ্জলি’, ‘মুকুল’ (১৮৯৫) বন্ধ হয়ে গেছে। ‘সখা’ ছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে সেকালের বুদ্ধিজীবিরা এগিয়ে এসেছিল। ‘সখা’ ও ‘মুকুল’ উভয় পত্রিকাতে উপেন্দ্রকিশোরের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখা, আঁকার পাশাপাশি তিনি সম্পাদনার ব্যাপারেও সাহায্য করতেন। ছোটোদের পত্রিকার অঙ্গসজ্জা নিয়েও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল ছোটোদের মনের মতন করে একটি ছোটোদের পত্রিকা প্রকাশ করা। ইচ্ছেটা ক্রমশ দৃঢ় হল ১৮৯৫ খ্রি: নিজের মুদ্রণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার পর। স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল ১৯১৩-তে সন্দেশের প্রকাশের পর।

ব্যক্তিগতভাবে উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায় বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। একাধারে চিত্রশিল্পী, শিশু সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ও বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী। সুকুমার রায় বিদেশে পড়াশুনা করেছেন। নিজেকে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু দেশে এসে বাবার যোগ্য সহযোগী হয়ে উঠলেন কেন? সত্যি কথা বলতে ব্যবসায়িক সাফল্যের দিক থেকে উপেন্দ্রকিশোর তেমন লাভবান হননি। নিজের কাছ থেকে প্রয়োজনে পয়সা দিয়ে চালিয়েছেন পত্রিকাটি। অন্যান্য লেখকরা যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, প্রমথ চৌধুরী, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কালিদাস রায়, লীলা মজুমদার প্রমুখরা বিনা পয়সাতেই লেখা দিতেন। সেখানে ব্যবসায়িক হিসেব নিকেশ বা লাভালাভের টানাপোড়েন তৈরি হয়নি।

উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর পরিবারভুক্ত ছাড়া আরও অনেকে সন্দেশ পত্রিকায় লিখতেন। প্রথম বর্ষেই উপেন্দ্রকিশোরের কম লেখা প্রকাশিত হয়নি। যেমন—

পৌরাণিক গল্প— প্রথম বর্ষ :

“বৈশাখ সংখ্যা — পৃথিবীর পিতা,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 714 - 717
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শ্রাবণ সংখ্যা — ত্রিপুর
ভাদ্র সংখ্যা — মহিষাসুর
আশ্বিন সংখ্যা — শুম্ভ নিশুম্ভ
পৌষ সংখ্যা — গণেশের বিবাহ
জন্তুজানোয়ারের গল্প— প্রথম বর্ষ
আষাঢ় সংখ্যায় — বাঘের গল্প
কার্তিক সংখ্যায় — সুন্দর বনের জানোয়ার
মাঘ সংখ্যায় — মাকড়সা
ফাল্গুন সংখ্যায় — শুক পাখি
চৈত্র সংখ্যায় — সাপের খাওয়া
এছাড়াও প্রথম বর্ষের সন্দেশে ছাপা হয়েছিল—
কুলদারঞ্জন রায়ের— রবিন হুড
প্রমদারঞ্জন রায়ের— বনের খবর”[১]

পাশাপাশি বিচিত্র বিষয় নিয়ে সন্দেশে রচনার প্রয়াস চলছিল। এমন কি কবিগুরুও সন্দেশের জন্য কিছু লিখবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।

‘১৩২০’ শ্রাবণ সংখ্যায় চিত্রকর হিসাবে সুকুমার রায়ের আবির্ভাব সন্দেশের পাতায়। বাবা বেঁচে থাকাতে তেমন কিছু লেখেননি। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই সময় সুকুমার রায় ছাড়াও অন্যান্যরা লিখেছেন প্রচুর। তাঁর সন্দেশের লেখাগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—

“সুদন ওঝা (১৩২৭, আশ্বিন সংখ্যা)
রাজার অসুখ (১৩২৮, ফাল্গুন সংখ্যা)
অবাক জলপান, হিংসুটি, মামাগো (নাটক)
‘আবোল তাবোলে’র কবিতাগুলি অন্যনামে ‘সন্দেশে’ লেখা হয়েছে যেমন—
‘রামগড়ুরের ছানা (হেস না, বৈশাখ ১৩২৫)
‘নোটবই’ (জিজ্ঞাসু বৈশাখ ১৩২৭)
‘বাবুরাম সাপুড়ে’ (বাপ্‌রে ১৩২৮)”[২]

এই সময়ের অন্যান্য লেখক-লেখিকারা হলেন—

“জ্যোতির্ময়ী দেবী— এক হল দুই
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত— পাল্কীর গান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— বৃষ্টি রৌদ্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— সময় হারা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর— খাতাঞ্চির খাতা
সীতা দেবী— নিরেট গুরুর কাহিনী
প্রিয়ম্বদা দেবী— পঞ্চুলাল”[৩]

এছাড়াও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কে লেখেন নি সন্দেশে? চমৎকার সব লেখায় ভরে উঠেছিল সন্দেশ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 79
Website: https://tirj.org.in, Page No. 714 - 717
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পত্রিকার প্রয়োজনে উপেন্দ্রকিশোরকে লিখতে হয়েছে দুহাতে। অন্য লেখক-লেখিকারাও যথাযোগ্য প্রতিভার সঙ্গ দিয়ে গেছেন। গান, গল্প, পুরাণের গল্প, কবিতা, নাটক, হাসি, তামাশা, দেশ-বিদেশের কাহিনি, নিত্যনতুন আবিষ্কার, তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছবির অপূর্ব সম্ভার নিয়ে এগিয়েছে সন্দেশের জগৎ।

উপেন্দ্রকিশোরের সময়ের সন্দেশের থেকে পরবর্ত্তী কালে সুকুমার রায়ের সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছুটা বিবর্তন ঘটেছে—তা হল সন্দেশের শিশু থেকে কিশোর পত্রিকা হয়ে ওঠা। আবার সুকুমারের সন্দেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভার নিতান্তই শিশু বা কিশোর পাঠ্য নয়, গভীর অর্থবহ জীবনবোধের ফসল। পরিণত বয়সে সন্দেশের পাতা উল্টে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা যায়। সমস্ত গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে সন্দেশ কি ধীরে ধীরে নব যৌবনের অগ্রদূত হয়ে উঠেছিল।

শিশু মন অত্যন্ত কোমল। তাদের চিন্তা ভাবনার জগতে ক্ষণে ক্ষণে কল্পনার নৌকা ভেসে যায়। শিশু মনের সূক্ষ্ম কোমল দিকগুলিতে কোথাও যেন কাঠিন্য বা বিকৃতির লেশ মাত্র ছায়াপাত না ঘটে সেটা দেখা একজন শিশু সাহিত্যিকের কর্তব্য। প্রাপ্ত বয়স্কদের মনের ওপর দুরুহ চিন্তার ভার লেখক চাপিয়ে দিতেই পারেন। কিন্তু শিশু বা কিশোর মনকে আনন্দদানের পাশাপাশি সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে আলাদা রেখে গঠনশীল, কৌতূহলী, সজীব ও প্রাণবন্ত করা যেন লেখকের নিজের দায়ভার। সেদিক থেকে সন্দেশের লেখকরা সফল ছিলেন। ছোটোদের পত্রিকা কেমন হওয়া উচিত তার আদর্শ রূপ হল একশ বছর আগের সম্পাদিত সন্দেশ। বাণিজ্যিক লাভালাভের হিসেব সেখানে গৌণ ছিল। প্রধান লক্ষ্য ছিল ছেলেমেয়েদের জ্ঞানবুদ্ধি ফুটিয়ে তোলা, সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত করা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার। সমাজ-সংস্কার আন্দোলন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে নব পরিচয় বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে বৈপ্লবিক জাগরণের সূচনা করেছিল। সন্দেশ ছিল তার পথিকৃৎ।

Reference:

১. সন্দেশ পত্রিকা, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২০
২. সন্দেশ পত্রিকা, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২১
৩. সন্দেশ পত্রিকা, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২২